রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ

মাহবুবুর রব চৌধুরী

সময় ও দিন গড়াবার সাথে ইতিহাসও এগিয়ে যায় নিজস্ব গতিতে কখনও উজ্জ্বলতার পাণে, কখনো অন্ধকারে। জাতীয় জীবনে আজ আমরা একটি বিশেষ সময় অতিক্রম করছি। দেশে এখন বিরাজ করছে জরুরি অবস্থা। উন্মুক্ত অথবা ঘরোয়া- সব ধরনের রাজনীতি আইনত নিষিদ্ধ। তবুও এই সময়কালে ডঃ ইউনুস রাজনীতিতে আসবার ঘোষণা দিয়ে আবার পিছিয়ে গেছেন। ডঃ কামাল হোসেনসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ফোরামে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে মতামত রাখছেন। ফেরদৌস আহমদ কোরেশী একটি নতুন দল গঠন করেছেন। তাই বলা চলে, জরুরি অবস্থায়ও কিছু কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছে।

দেশে গত ৩৬ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন সেই বড় তিনটি দলের অভ্যন্তরে চলছে সংস্কারের হিড়িক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কেউ কেউ পোপ থেকেও বড় ক্যাথলিক হয়ে খোদ পোপ-দেরই বিপদের কারণ হয়ে ওঠছেন। তাদের এই আচরণ স্বতঃস্ফূর্ত না অদৃশ্য সূতোর টানে, সময়েই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঘটনাপ্রবাহে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজ কারাবন্দী। বিএনপি সভানেত্রীও একই ধরনের হুমকির মুখে। জোরপূর্বক নেতৃত্বে পরিবর্তন আনলে দলীয় ঐক্য টিকে থাকবে না। দুর্বল দল গণতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করে না। আর জোরপূর্বক কিছু করা গণতন্ত্রসম্মতও নয়।

নব্বই দিন মেয়াদের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনশেষে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নেওয়া, যা গত তিনবার হয়েছে।

এবার এক বিশেষ পরিস্থিতির মুখে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এই পরিস্থিতি দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দূরদর্শিতার অভাবেই ঘটেছে তা বলা চলে। রাজনীতির দায়িত্বশীল অঙ্গনে টাউট, বাটপার, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসীদের অবাধ পদচারণা ঠেকাতে না পারার কারনে। একদিকে রাজনীতি ও প্রশাসনের বদনাম হয়েছে, অন্যদিকে দলীয় রাজনীতি ও তার নেতৃত্ব মানুষের চোখে সম্মানজনক অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। সন্দেহের দোলাচল সৃষ্টি করেছে দূরত্ব। সৃষ্টি হয়েছে মৌণতা ও বিমূঢ়তা।

সাময়িক এই পরিস্থিতিকে সরকার নিজেদের প্রতি সমর্থনের নিদর্শন হিসেবে দেখছেন। ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠেছে এক অতি-বিশ্বাসী আত্মবিশ্বাস। এই অবস্থান থেকে কেউ কেউ বলছেন, আমরা কাউকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য আসিনি। আমরা এমন নির্বাচন করবোনা যাতে নির্বাচনের পর আবারও সেই পুরোনো দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতায় ফিরে আসেন। অবাক করা কথা হলেও এটাই আজকের বাস্তবতা।

দেশে শান্তি, শৃংখলা ও সুষম উন্নয়নে সংস্কার অবশ্যই দরকার। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এনে সংস্কারকে সফল করতে হবে। তবে সফলতার শর্ত হিসেবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রচলন। বিষয়টি একটু জটিল ও নিরস হলেও সমাধানের স্বার্থে অবশ্যই আলোচনায় আনতে হবে। এখন দেখা যাক দুর্নীতিমুক্ত সিস্টেমটা কী?

দুর্নীতিমুক্ত সিস্টেম জানার আগে প্রথমেই জানতে হবে দুর্নীতি কি? দূর্নীতি হলো কোন কিছু অন্যায় বা অন্যায্যভাবে চাওয়া বা পাওয়া। অথবা চাওয়া বা পাওয়ার প্রচেষ্টা। আর দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতি হলো, যে কোন কাজ তা যতোই ছোট বা বড় হোক না কেন হতে হবে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ও লিখিত। বিষয়টি সবসময় সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষার শতভাগ গ্যারান্টি দেয়। সেই সাথে সব কাজই দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং স্বাক্ষরসহ শুরু ও শেষ হয়। স্বচ্ছতাই যার উদ্দেশ্য। বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হলে উন্নত বিশ্বের ট্রাফিক টিকেটের ফরমটাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়। এইখানে কাউকে ‘ধরে নিয়ে যাবো’ এই ধরনের বেআইনী হুমকি দেখাবার সুযোগ থাকে না। সমস্যা সমাধানে শাস্তি বা সংশোধনের সব কথাই স্পষ্টভাবে বলা থাকে।

দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ, দুর্নীতিদমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। সত্যিকার স্বাধীনতা দিয়ে ও উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দিলে অগ্রগতির পথে এটা একটা বিরাট কাজ; অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া।

দুর্নীতিদমন কমিশনের মূল কাজ দুর্নীতি হবার পর দুর্নীতিবাজকে খুঁজে বের করা ও শাস্তি দেওয়া। আর দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতির কাজ দুর্নীতি হবার আগেই প্রতিরোধ। এই দুটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। দুর্নীতিবাজরা দিনে ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিনই তাদের কর্মে সক্রিয়। দুর্নীতির নিত্য-নতুন কৌশল বের করতে তারা ব্যস্ত। এই এ্যাকটিভ ফোর্সকে ব্যর্থ করতে হলে 'দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন'কেও একইভাবে সক্রিয় হতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে একটি কৌশল নির্ণয় কেন্দ্র। যেখানে মেধা কাজে লাগতে পারে উন্নত ও দূর্নীতি মুক্ত পদ্ধতির উদ্ভাবন ও উন্নতদেশের পদ্ধতি সমূহকে আমাদের সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে প্রচলনের যথাযথ সুপারিশ রাখা। এই গবেষণাকেন্দ্রই পারবে দূর্নীতিবাজদের উদ্ভাবিত নিত্যনতুন কৌশলকে ব্যর্থ করে দূর্নীতিমুক্ত দেশ ও জাতি গঠনে সত্যিকার ভূমিকা রাখবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে মাইনাস ফর্মুলার মতো কাঁচা ফর্মুলায় কখনোই স্থায়ীভাবে দুর্নীতি উচ্ছেদ হবে না। পুরো প্রশাসনিক সিস্টেমটাই যদি দুর্নীতি সহায়ক হয় তখন শুধুমাত্র রুই, কাতলা, চুনোপুঁটি ধরার গল্পে সাময়িক প্রশান্তি এলেও স্থায়ী শান্তি ও সাফল্য আসবে না।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করতে হবে। পরাশক্তি আমেরিকা চায় আধিপত্য ও উন্মুক্ত বন্দর। নব্য শক্তি ভারতের চাই গ্যাস, ট্রানজিট ও দাদাগিরি। আভ্যন্তরীণ হটকারিতা আর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যে কোন সময়ে আমাদেরকে আবারও পলাশীর আম্রকাননে ঠেলে নিতে পারে। এই কঠিন সময়ে রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার মাঝে গণতন্ত্রের ধারনাই শ্রেষ্ঠ। তাই আমাদের জন্য গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নাই। যারা আমাদের দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের কাতারে দাড় করাবার ষড়যন্ত্র করে, তারাই বলে বেড়ায় আমরা গণতন্ত্রের পুরোপুরি উপযুক্ত নই।

আশ্চর্য হলেও সত্য, ব্যালট বাক্সে দেশবাসী কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দেয়নি। গণতন্ত্র প্রিয় সচেতন মানুষ কোন অবস্থাতেই দীর্ঘায়িত একটি অনির্বাচিত সরকারের অধীন থাকতে চাইবে না। তাই নতুন করে বাড়তি সমস্যা সৃষ্টির আগেই দেশের মানুষের কাংখিত প্রত্যাশা দ্রুততম সময়ে একটি গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা - যার মধ্য দিয়ে দেশ ও আমরা একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারায় ফিরে যেতে পারবো।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, টরন্টো।